দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 19 NOV 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

03

প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশ কৃষি কলেজসমূহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সমস্যা

গত ৫ নবেম্বর '৯৫ তারিখে "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকায় প্রকাশিত "বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ সমস্যা" শীর্ষক একটি প্রতিবেদনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এতে ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। এতে অনেক মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিমাতাসুলভ আচরণের জন্য তিনটি কৃষি কলেজের (ঢাকা, দিনাজপুর, পটুয়াখালী) ছাত্রছাত্রীরা নিম্নরূপ সমস্যায় দিন কাটাচ্ছে।

পরীক্ষা সমস্যা ঃ পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ, স্থগিতকরণ, ফল প্রকাশ সংশ্লিষ্ট সবকিছু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোকে সময়মতো অবহিত করে না। দেখা গেছে পরীক্ষার মাত্র একদিন আগে অধ্যক্ষগণ পরীক্ষার নোটিশ পেয়েছেন। আবার এমনও হয়েছে যে, ছাত্ররা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশের পর পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণার সংবাদ পেয়ে হল থেকে ফিরে এসেছে। ২৭ সেপ্টেম্বর '৯৫ ঢাকায় হরতাল অবরোধ থাকা সত্ত্বেও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকাস্থ কৃষি কলেজে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে বাধ্য করেছিল। ফলে ১ম বর্ষের দু'জন ছাত্র ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। ১৯৮৭-৮৮ সেশনে চতুর্থ বর্ষের ফাইনাল উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কমন না পড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা হল থেকে বেরিয়ে আসে। পরে রেফার্ডের পরিবর্তে কর্তৃপক্ষ নিয়মবর্হির্ভূত বিশেষ পরীক্ষা নেয়। এজন্য অন্য অনুষদগুলো ঘৃণা প্রকাশ করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জন্য বর্তমানে তৃতীয় বর্ষ পুরানো—এর পরীক্ষা লাগামহীনভাবে পিছাচ্ছে। এজন্য কি কলেজগুলো দায়ী? আসলে উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো হয় কেন, আমরা বুঝতে পারি না।

সেশন জট সমস্যা ঃ বিগত ২৫ বছরে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জন্য বাকৃবি বন্ধ ছিল তিন বছর। যে কোন বর্ষের পরীক্ষার ফল দিতে সময় নেয় তিন থেকে চার মাস। ১৯৯২-৯৩ সেশনের প্রথম পর্বের পরীক্ষা কলেজগুলোতে সম্পন্ন হলেও বাকৃবি অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে স্থগিত পরীক্ষা এখনও চলছে। ফলে প্রথম বর্ষ নতুন, প্রথম বর্ষ পুরনো ইত্যাদি উপ শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছে। যেখানে চারটি ব্যাচ থাকার কথা, সেখানে সাতটি ব্যাচ। উল্লেখ্য যে, কলেজগুলোতে এমন কোন রাজনৈতিক অস্থিরতা নেই যার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বন্ধ হয়েছে।

সার্টিফিকেট সমস্যা ঃ যেহেতু একাডেমিক কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে, সিলেবাস, প্রশ্নপত্র, পরীক্ষা পদ্ধতি একই এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শকের উপস্থিতি, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, সংশ্লিষ্ট সবকিছুই এক ও অভিন্ন তাহলে সার্টিফিকেট পৃথক করার অযৌক্তি দাবি কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। উল্লেখ্য যে, কৃষি কলেজসমূহ স্বায়ত্তশাসনের জন্য এখনও আন্দোলনরত। বাকৃবি কর্তৃপক্ষ নিজ স্বার্থেই কলেজগুলোকে তাদের অধীভুক্ত করে রেখেছে।

বিবিধ কথা ঃ বাকৃবি অবাস্তব সিলেবাস কৃষি উন্নয়নে চরম বাধা হয়ে আছে। ১৯৯৩-৯৪ সেশনে বিশ্ববিদ্যালয় ৩বার অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করে ছাত্র ভর্তি করেছে। উল্লেখ্য যে, অপেক্ষমাণ তালিকার ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত নিম্নমানের হয়। বিপরীতে কৃষি কলেজসমূহে উক্ত সেশনে ভর্তি করা ছাত্রের সর্বনিম্ন নম্বর ছিল ১২৪৫ (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মিলে) কাজেই অবমূল্যায়ন করার কোন অবকাশ নেই।

পুরো প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের কৃষি ইনস্টিটিউট সম্পর্কে যে অবজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে তা দুঃখজনক।